যুগান্তর

তারিখ ... 05 SEP 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ফোকাস বাংলা

মঙ্গলবার হোটেল শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে ইন্টেল চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ আর ব্যারেট

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে কাজ করতে 'ইন্টেল' আগ্রহী

'আগামী বিশ্ব' কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন ড. ব্যারেট

তরিক রহমান

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাইক্রোপ্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল কর্পোরেশন তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াও বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ঢাকায় এক সংক্ষিপ্ত সফরে এসে ইন্টেলের চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ ব্যারেট প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করে গতকাল এ কথা জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশে ছাত্র-শিক্ষক প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা ইন্টেলকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ড. ব্যারেট ঢাকায় এ সফরে ইন্টেল ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড বা আগামীর 'বিশ্ব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উন্নয়নশীল ৩৫ দেশের তথ্য ও যোগাযোগ বৈষম্য কমাতে এ প্রকল্পটি পরিচালনা করছে ইন্টেল। তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে আরও জানান, তারা ভারতে যেভাবে ৭ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, সেভাবে বাংলাদেশকেও সহযোগিতা করবে।

ইন্টেলের মূল স্লোগান এক ধাপ এগিয়ে, এই স্লোগানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ড. ব্যারেট বিশ্বব্যাপী সুন্দর আগামীর দ্রষ্টা হিসেবে পরিচিত। ইতিমধ্যেই ভিয়েতনাম, চীন, কোষ্টারিকাসহ অনেক দেশ তার প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের বিশ্বকে এগিয়ে নেয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী একজন ভিশনারি হিসেবে খ্যাত এ ব্যক্তিত্ব এবার সাহায্যের হাত বাড়ালেন বাংলাদেশের দিকে।

স্ত্রী বারবারা ব্যারেটকে সঙ্গে নিয়ে একদিনের ঢাকা সফরে এসে তিনি তার প্রতিষ্ঠান ইন্টেল ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড বা আগামী বিশ্ব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের আরও ৩৫ দেশের মতো বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে যাবে ইন্টারনেট, তৈরি হবে সুশিক্ষিত প্রযুক্তি শিক্ষক ও শিক্ষিকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বল্পমূল্যের ক্লাসরুমে পিসি ও দুর্গম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য চিকিৎসা এবং তথ্য সেবা।

এ প্রসঙ্গে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সুন্দর আগামী গড়ে তুলতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদাহরণ দিয়ে ব্যারেট বলেন, এসব দেশের মতো বাংলাদেশের নবপ্রজন্মও তথ্য ও জ্ঞান নিঃশেষিত গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আরও বেশি বেশি জানতে উদ্বুদ্ধ হবে। প্রকল্পের বাজেটের প্রশ্নে ব্যারেট ইন্টেল : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

ইন্টেল : আগ্রহী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, বিগত বছরগুলোতে পৃথিবীর ৩০টি দেশের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে ইন্টেল ১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। বাংলাদেশসহ লাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এ প্রকল্পের নতুন সংযোজন। এসব দেশে আগামী তিন বছরে ১০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করা হবে বলে ব্যারেট জানান।

ঢাকায় অর্ধদিনের সফরে ড. ব্যারেট সকালে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সলিউশনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যার লক্ষ্য হবে এগিয়ে চলো কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা। এ চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক ও দ্রুত গতির যোগাযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ড. ইউনূস এক ভিডিও বক্তব্যের মাধ্যমে ইন্টেলের সংবাদ সম্মেলনে জানান, ক্রেগ ব্যারেটের বাংলাদেশে আসা নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ উপদেষ্টা ক্রেগ ব্যারেটকে একজন 'টু গ্লোবাল আইকন' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, আধুনিক বিশ্বে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীলদের অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

প্রথমবারের এ সফরে জাতিসংঘের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জোটের চেয়ারম্যান ও ইন্টেল প্রধান ড. ব্যারেট শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে সাহায্যের আবেদন জানালেও সুনির্দিষ্ট করে বিনিয়োগের কোন কথা জানাননি। তবে তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে কম খরচে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তৈরির পরিকল্পনা ইন্টেলের রয়েছে এবং বাংলাদেশও হতে পারে সেরকম একটি সম্ভাব্য স্থান